29 MAR 2003

সংবাদ

ফলোআপ

রা.বি ক্যাম্পাস শিবিরের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে

জাহাঙ্গীর আলম আকাশ, রাজশাহী । রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে হামলা-পালটা হামলা, শিবির ক্যাডারদের হামলা ও ছাত্রদল-পুলিশ সংঘর্ষের নেপথ্যে রয়েছে বর্তমান উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যের মধ্যকার সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব, বিএনপি ও জামাতপন্থী শিক্ষকদের বিরোধ, ছাত্রদলের সাংগঠনিক শক্তিমত্তা বৃদ্ধির প্রয়াস, ক্যাম্পাসে ছাত্রশিবিরের একক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। বুধবার শের-ই বাংলা হলে টিভি চ্যানেল ঘুরানোকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবারে সংঘটিত ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করে এসব তথ্য জানা গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক শিক্ষক-শিক্ষার্থী-ছাত্রনেতার সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, গত বছরের ৪ঠা নভেম্বর সম্মেলনের মাধ্যমে আহম্মেদ মুঈদ শিমুলকে সভাপতি ও নুরুজ্জামান লিখনকে সাধারণ সম্পাদক

রা.বি ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৪

রা.বি ঃ ক্যাম্পাস

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নির্বাচন করা হয়। ওই কমিটি গঠনে শিবির বেশ খুশি হয় বলে জানা যায়। এর কারণ ছিল ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের মধ্যে সবচেয়ে শিবিরবিরোধী ছাত্রনেতা আনোয়ার হোসেন উজ্জ্বলকে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত না করা। শিমুল ও লিখনের কারোরই ছাত্রত্ব ছিল না। ফলে ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের মধ্যে বিদ্রোহ দানা বেঁধে ওঠে। মিডিয়ার সহায়তায় উজ্জ্বল শিমুল ও লিখনের কমিটি বাতিল করে শিবিরবিরোধী একটি নতুন কমিটি আনতে সক্ষম হন। শুধু তাই নয়, উজ্জ্বল নিজেও উচ্চতর পদ তথা কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সহ-সভাপতি পদ লাভ করেন। গোটা রাজশাহী বিভাগের দায়িত্ব পান, যা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতির চেয়ে অনেক বড়।

সূত্রমতে, ছাত্রদল রা. বি শাখার বর্তমান সভাপতি মতিউর রহমান, সাধারণ সম্পাদক আসলাম রেজা ও সাংগঠনিক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম তিনজনই প্রচণ্ড শিবিরবিরোধী বলে পরিচিত। উজ্জ্বলের তত্ত্বাবধানে রা. বিতে ছাত্রদলকে সংগঠিত ও শক্তিশালী করার চেষ্টা চলছে। তারই অংশ হিসেবে কয়েকদিন আগে রা. বি হিসাববিজ্ঞান বিভাগের গ্যালারিতে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে কেন্দ্রীয় কমিটির কয়েকজন নেতাও উপস্থিত ছিলেন। মতবিনিময়ের নামে অনুষ্ঠিত কর্মী সভা থেকে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা সাংগঠনিকভাবে নতুন উদ্দীপনা পায়। শিবির এটাকে ভাল চোখে দেখেনি।

অনুসন্ধান করে জানা যায়, সাম্প্রতিককালে অনুষ্ঠিত শিক্ষক সমিতি, ডিন, সিন্ডিকেটসহ বিভিন্ন বডির নির্বাচনে বিএনপি-জামাতপন্থী শিক্ষকদের ভরাডুবি ঘটে। এসব নির্বাচনে জোট সমর্থক প্যানেলে 'অবিএনপি' উপাদানের আধিক্য ছিল। এতে বিএনপিপন্থীরা বিশেষ করে ছাত্রজীবনে ছাত্রদল নেতা-কর্মী-সমর্থক ছিলেন এমন তরুণ শিক্ষকরা ক্ষুব্ধ হন। তাই প্রগতিশীল শিক্ষকদের জয়লাভে তাদের নিজস্ব শক্তির চেয়ে বিএনপিপন্থী ওই তরুণ শিক্ষকদের নেগেটিভ ভোট বেশি কাজে লাগে বলে জামাতি শিক্ষকদের বদ্ধমূল ধারণা জন্মে। ফলে তারা বিএনপিকে একহাত দেখে নেয়ার অপেক্ষায় ছিলেন। শোনা যায়, জিয়া পরিষদের একটি অনুষ্ঠানে রাবির প্রতিনিধিরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য প্রফেসর ফাইসুল ইসলাম ফারুকীর বিরুদ্ধে নানা ধরণের অভিযোগ প্রকাশ্যে উত্থাপন করেন। উপাচার্য নিজের পদ টিকিয়ে রাখতে ব্যাপকভাবে জামাতিদের নিয়োগ দেন বলে অভিযোগ করা হয়। এ কারণে ছাত্রদল উপাচার্যের বিরুদ্ধে সরাসরি অবস্থান নিতে শুরু করে।

শোনা যায়। উপাচার্যকে উলটাতে পারলে উপ-উপাচার্যই উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পাবেন।

অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, ছাত্র শিবির 'এক ঘর মে দো পীর' মেনে নিতে পারছে না। বর্তমানে চারদলীয় জোটের কারণে ক্যাম্পাসে শিবিরের পাশাপাশি ছাত্রদল রয়েছে। এছাড়া ছাত্রলীগসহ অন্যান্য প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলোকে অগণতান্ত্রিক ও আগ্রাসী কায়দায় শিবির কোনঠাসা করে রেখেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। সেক্ষেত্রে ছাত্রদলকে সাইজ করতে পারলেই তাদের একক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এ জন্য শিবির একটা ছুঁতো খুঁজতে থাকে। বুধবার রাতে শের-ই বাংলা হলে টিভি দেখা নিয়ে সেই ছুঁতো পেয়েও যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, সম্প্রতি নিযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর প্রফেসর ড. শামসুল আলম সরকারের ভূমিকা নিয়েও প্রঃ দেখা দিয়েছে। তিনি ব্যক্তিগতভাবে বিএনপি 'লেবাসধারী' হলেও জামাতের সূক্ষ্ম সমর্থক হিসেবে পরিচিত। হালকা ব্যক্তিত্বের অধিকারী ড. সরকার চলমান শিবির বনাম ছাত্রদলের দ্বন্দ্ব সংঘর্ষে মানসিকভাবে শিবিরের দিকে হেলে আছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

শিবিরের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ক্যাম্পাস

বৃহস্পতিবারের ঘটনার পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস আবারও ছাত্র শিবিরের একক নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ১০টি ছাত্র হলে শিবির ক্যাডাররা অবস্থান নিয়েছে। ভয়-আতংক আর নতুন করে হামলার আশংকায় ছাত্রদল নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা হল ছেড়ে বাইরে অবস্থান করছে। সাধারণ ছাত্রদেরও গতকাল ভয়ে হল ছেড়ে যেতে দেখা গেছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলছেন, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পরিস্থিতি এখন শান্ত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর প্রফেসর ড. শামসুল আলম সরকার 'সংবাদ'কে জানান, বৃহস্পতিবার রাত ১২টা থেকে ৩ টা পর্যন্ত হল থেকে বিতাড়িত ছাত্রদল নেতা-কর্মীদেরকে হলে উঠিয়ে দেয়া হয়েছে। হল ছেড়ে শিক্ষার্থীরা চলে যাচ্ছে এটা সঠিক নয়। ছাত্রদল নেতা-কর্মীরাও হলে রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, অতি সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপি রাজনীতিতে একজন অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য ব্যক্তি প্রফেসর পদে উন্নীত হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন মতের শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, হয়তোবা ওই শিক্ষকের মধ্যে উচ্চাকাঙ্খা জাগরিত হতে শুরু করেছে। বৃহস্পতিবারের ঘটনার পর বিকেল ৫টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চপর্যায়ের যে সভা হয় তাতে ওই শিক্ষকের সাথে উপাচার্যের মতানৈক্য হয়েছে। ছাত্রদল বর্তমান উপাচার্যকে পছন্দ করছে না। বিশেষ করে ছাত্রদল নেতা উজ্জ্বল ব্যক্তিগতভাবে উপাচার্যের বিরোধিতায় সরাসরি নেমেছেন। উজ্জ্বল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের জন্য অপরিহার্য হওয়া সত্ত্বেও উপাচার্য তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটি থেকে মাইনাস করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন বলেও শোনা গেছে। এজন্যই ছাত্রদলের শিমুল-লিখন কমিটি বাতিল করে কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি হয়ে এবং রাজশাহী বিভাগের দায়িত্ব পেয়ে রাজশাহী ফিরে এসেই উজ্জ্বল উপাচার্যের বিরোধিতায় । নামেন। বৃহস্পতিবারের ঘটনায় ছাত্রদলই উপাচার্য ভবন ঘেরাও ইট-পাটকেল নিক্ষেপ তথা আক্রমণ করে। পরিস্থিতি এমনই জটিল হয় যে, উপাচার্যকে সরাসরি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করে নিজের ও পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হয়।

সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যের মধ্যে মধ্যে সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব বিরাজমান। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এটা নতুন কোন ব্যাপার নয়। বর্তমানেও এটা ঘটে চলেছে নীরবে। বর্তমান উপ-উপাচার্য প্রফেসর শাহাদত হোসেন মণ্ডল জামাতিদের 'বেকআপ' সাপোর্ট নিয়ে উপাচার্যকে ল্যাং মারার চেষ্টায় রত বলেও